Vol. 26 | No. 2 | 1983

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

অর্থতত্ত্ব

Volume	26
Issue	2
Year	1983
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	কাজী দীন মুহম্মদ
Published online	April 1, 1983
DOI	10.62328/sp.v26i2.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v26i2.9
Pages	132-139
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

অর্থতত্ত্ব

কাজী দীন মুহম্মদ

খুব সাধারণ অর্থে অর্থতত্ত্ব, সাদা কথায় অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা। আর অর্থ হলো আমরা যারা ভাষাভাষী তাদের কাছে কেন্দ্রীয় উপাদান। অর্থ ছাড়া কারো কাছেই কোন ভাষা হতে পারে না। কিন্তু এ বিংশ শতাব্দীর অনেক ভাষাতত্ত্ববিদই ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় এবং বিশ্লেষণে 'অর্থ' সম্বন্ধে আলোচনা এক রকম উপেক্ষাই করে গেছেন। যদিও প্রচলিত ব্যাকরণসমূহে পদাদির প্রকারভেদ অর্থের উপর নির্ভর করেই স্থিরিকৃত হয়েছে।

আধুনিক ভাষাতত্ত্বের (Descriptive Linguistics) গোড়ার দিকে রূপতত্ত্বমূলক ভাষাতত্ত্ববিদগণ (Morphological Linguist) বাগার্থকে বিভিন্ন কারণে ভাষাতত্ত্ব আলোচনার বাইরে রেখেছেন। ভাষাতত্ত্বকে একটা স্বনির্ভর (Imperial) এবং বস্তুনিষ্ঠ (Objective) বিজ্ঞান হিসাবে খাড়া করতে গিয়ে প্রচলিত ধারণা (Traditional notion) থেকে দূরে থাকার জন্যই তাঁরা মুখ্যত ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অর্থতত্ত্বকে পাশ কাটিয়ে গেছেন। তা ছাড়া বস্তুনিষ্ঠভাবে অর্থের বিশ্লেষণ ভাষাতত্ত্বে সবচাইতে কঠিন কাজ।' অর্থতত্ত্ব স্বভাবগতভাবেই বস্তুনিষ্ঠ নয় বরং নির্বস্তুনিষ্ঠ। কারণ আমাদের প্রত্যেকের নিত্য ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্য ইত্যাদির অর্থ সম্বন্ধে সামান্যতম হলেও বিভিন্ন ধারণা থাকা স্বাভাবিক। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় দার্শনিক অর্থতত্ত্ব ও অন্যান্য সব রকমের অর্থতত্ত্বের অনেক পরে ভাষাতাত্ত্বিক অর্থতত্ত্ব (Linguistic Semantics)-এর উদ্ভব এবং বিকাশ।

বহু শতাব্দী ধরে অর্থতত্ত্ব দার্শনিক মনস্তত্ত্ববিদ এবং সমাজবিজ্ঞানীর বিশেষ আগ্রহের বিষয় ছিল। শব্দ বা বাক্যের সঙ্গে বাস্তব জগতের বস্তুর কোন সম্পর্ক নেই। নামবাদী বনাম বস্তুবাদী অর্থতত্ত্ব বিতর্কে প্রাচীনকাল থেকেই গ্রীকরাও জড়িত ছিলেন। নামবাদী-দের বিশ্বাস এই যে, আমরা রেওয়াজ অনুযায়ী যে বস্তুর যে নাম দেই, তার সঙ্গে বস্তু-জগতের বস্তুর প্রকৃত কোন অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। অপরদিকে বস্তুবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, বাস্তব জগতের বস্তুর যে নাম যখন যেভাবে আমরা আরোপ করে থাকি তার সঙ্গে সে বিশেষ বস্তুটির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য যে কোন রকমে সম্পর্কিত রয়েছেই। এ ধারণা মূলতঃ দার্শনিক এবং পরবর্তীকালে পরাতত্ত্ববিদ অর্থতত্ত্বভিত্তিক। যদিও আজকের দিনে অর্থতত্ত্ব সম্বন্ধে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা কেউই গ্রহণ করতে চাইবেন না, তবুও ভাবলে অবাক হতে হয় যে, বাস্তব বস্তুর সঙ্গে আরোপিত শব্দের যে সম্পর্ক নেই এ বিশ্বাস থেকে পরবর্তীকালে অনেকেই প্রভাবিত হতে পারেননি।

আমরা সবাই মনে করি যে, বস্তু নামের পরিবর্তনের সাথে সাথে সে বস্তুটির মৌল পরিবর্তন সাধিত হয়। যে কোন কারণেই হোক না কেন, 'মাছ কোটার দা'-এর চাইতে 'বটি' শব্দটি বেশী অর্থবহ মনে হয়। 'কাজের লোক' কথাটি 'চাকরের' চাইতে বেশী যোগ্য মনে হয়। কোন বিশেষ বস্তুর জন্য এক ভাষায় যে শব্দটি ব্যবহার করি অন্য ভাষায়

সে শব্দটির জন্যে ব্যবহৃত শব্দটি কোন কারণ ছাড়াই গ্রহণীয় বা মনঃপুত নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বিদেশী চেয়ার শব্দটি বেশী গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। অথচ তার প্রতিশব্দ 'কেদারা' 'কুর্সি' বা 'মাইসা' সে তুলনায় অপাংক্তেয় হয়ে আছে। বিশেষ একটি স্তরে (label) ব্যবহৃত হয়েছে বলেই নয় বরং ব্যবহারের আধিক্য প্রয়োজনীয়তা এবং যোগ্য পরিবেশের জন্যই এমনটা হয়েছে মনে হয়। ভাষার সীমানা অতিক্রম করে এবং কোন কোন সময় না করেও এমন ধারার প্রয়োগ প্রায় সব ভাষায়ই লক্ষ্য করা যাবে। শহরের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে—বাসার-'ঝি' অর্থে 'মামা' শব্দ ব্যবহার অপ্রচলিত নয়। গাঁয়ের একজন সাধারণ মহিলার কাছে 'মামা' শব্দের অর্থ আলাদা। এমনকি প্রচলিত 'ঝি' শব্দটিও পরিবেশ পরিবর্তনে অন্য অর্থ দ্যোতনা করে। আমরা আমাদের শিক্ষককে শিক্ষক মশায় অথবা গুরু মশায় বলতে অভ্যস্ত নই। অথচ মাস্টার মশায়, মাস্টার সাহেব অবাধে চালিয়েছি। বিলেতে "স্কুলিং"-এর সঙ্গে স্কুলের তেমন সম্পর্ক আছে মনে করি না। এখানে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যার সম্পর্ক যতটা, শিক্ষায়তনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক ততটা নয়। এসবই কেবল নামের আরোপ করা বা label লাগানোর কথা। কিন্তু অর্থতত্ত্ব কেবলমাত্র label লাগানোর ব্যাপারই নয়। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে আমরা যে সব বস্তুতে লেবেল এঁটে দেই সে সব বস্তুর শ্রেণী বিন্যাস করারও চেষ্টা করি। আমাদের পরিচিত বস্তুজগত সম্পর্কে নির্বস্তুত্ব আরোপ করা প্রেরণা বা প্রবৃত্তির অনুভূতি স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। তাই লেবেল আঁটা বস্তু-সমূহে বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ ক্রিয়া, ব্যবহার, আকার, বর্ণ ও গুণাগুণ বিচার করে সে অনুযায়ী শ্রেণী বিন্যাস করার চেষ্টা করি। ধ্বনিতত্ত্বের পর্যায়ে ধ্বনি, সহধ্বনি, এসবের বিভাগ করে যেমন আমরা উচ্চারণকে বিভক্ত করি এবং প্রয়োজন মতো বিশ্লেষণ করি তেমনি সাধারণ-ভাবে কথা বলার সুবিধার্থে বস্তুরও বিভাগ করার প্রয়াস পাই। যেমন বিভিন্ন রং-এর নাম। সূর্যালোকে রং-এর যে রূপ ধরা পড়ে তা সবদেশেই সমান। কিন্তু তবুও নানা দেশে নানাভাবে রং-এর বিভিন্ন নাম কেবল বিভিন্ন রং-এর মৌল উপাদানের পার্থক্যের দিক থেকেই বিবেচনা করে আরোপ করা হয়। কেবল রং-এর কথাই নয়, সব বস্তুরই শ্রেণী বিভাগে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নাম ব্যবহার করা হয়। বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় বা জাতির ভাষার প্রকৃতি ও বিশেষ বিশেষ শ্রেণী বিভাগ প্রবণতার জন্য দায়ী। সে সম্প্রদায় ও জাতির ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি এবং বহুবিধ কার্যকলাপের মধ্যে রাষ্ট্রনীতি-গত কারণও এর জন্য দায়ী। উদাহরণস্বরূপ আমাদের বাংলায় হয়, অশ্ব, তুরগ, তুরঙ্গম এসব ঘোড়ার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু উটের জন্য উট, উষ্ট্র দুটো মাত্র শব্দ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অথচ আরবী ভাষায় উটের বহু প্রতিশব্দ রয়েছে। এতে দুই জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিকগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য বিধৃত। এ ধরনের আর একটি উদাহরণ, আমরা 'কুকুর' বলি এবং লিখি; 'কুত্তা' কদাচিৎ বলি এবং লিখি। অর্থের দিক থেকে 'কুত্তা' শব্দটি গালি দেবার জন্যই বেশী ব্যবহার করে থাকি। অপর দিকে হিন্দিতে 'কুত্তা' লিখিত হয় 'ভব্য' অর্থে।

প্রকৃত প্রস্তাবে সব শব্দেরই স্বাভাবিক আবেগগত প্রভাবের সঙ্গে প্রসঙ্গগত প্রভাবও জড়িত রয়েছে। আর একারণেই যে কোন বিশেষ দুটি ভাষায় এক বস্তুর হুবহু প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। উদাহরণস্বরূপ 'রাত' শব্দটি ধরা যায়। শব্দটির সোজাসুজি অর্থ হচ্ছে দিন রাতের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে সময়টিতে আমরা গোলার্ধের যেদিকে দাঁড়িয়ে আছি সূর্য তার বিপরীত দিকে থাকে। এ ছাড়া শব্দটির কতকগুলো আরোপিত অর্থও রয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চারণের বিশেষ ভঙ্গিতে রাত শব্দের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। এ সব ভঙ্গি ছাড়া ব্যবহারিক তাৎপর্যের পার্থক্য হেতুও অর্থের পার্থক্য হয়ে থাকে। যেমন রাত বলতে কেউ বুঝবেন তিমিরাচ্ছন্ন দুর্যোগময় সময়। আবার কারো কাছে রাত অর্ধচেতনাময় রহস্যজনক একটি রোমান্টিক সময়। এ ধরনের আরও

বহু বলা যেতে পারে। যে বিশেষ প্রসঙ্গেও যখন যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় তখনই এর আরোপিত অর্থ বিশেষ ভঙ্গিমায় গঠিত হয়। কবি যখন বলেন—

রাত থম থম স্তব্ধ নিঝুম ঘোরঘোর আঁধার,
নিশ্বাস ফেলি তাও শোনা যায়, নাই কোথা সাড়া কার।[২]

চাঁদ জেগেছিল রাতের কিনারায় প্রভাতেরও সীমানায়।[৩]

অথবা

একদা রাতে নবীন যৌবনে
স্বপ্ন হতে উঠিনু চমকিয়া।[৪]

তখন এর যে অর্থ হয়, অন্য কোন শব্দে সে অর্থের সে রূপ, সে রস, সে গন্ধ, সে স্পর্শের কি আমেজ পাওয়া যাবে?

এতক্ষণ শব্দ আলাদা আলাদা করে অর্থের দ্যোতনার কথা বলা হলো। কিন্তু আরও এক ধরনের অর্থ রয়েছে। ধরুন: বই, হাত, বসে, সায়মা, পড়া, গালে, দিয়ে, শোনা, রাখ, আছে। এখানে প্রত্যেকটি শব্দের এক একটি অর্থ অভিধান অনুযায়ী দেয়া যাবে। কিন্তু যদি এ শব্দগুলিকেই পরস্পর এভাবে সাজিয়ে বলা যায়, সায়মা বই পড়া শোনা রেখে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। তবে প্রত্যেকটি শব্দ আলাদা আলাদা যে অর্থ বহন করে বাক্যে শৃংখলাবদ্ধ হওয়ায় তার বাইরে অন্য অর্থও প্রকাশ করে। এ ধরনের অর্থকে বলতে পারি ব্যাকরণগত অর্থ। আর আলাদা আলাদা শব্দের অর্থকে আমরা বলি আভিধানিক অর্থ। ব্যাকরণগত অর্থ ছাড়াও কিভাবে অভিধানিক অর্থ হয় তা আমরা উপরের উদাহরণে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু আভিধানিক অর্থ ছাড়াও ব্যাকরণগত অর্থ হতে পারে। যেমন, গলচা তাঘ ধেয়ে কিলতে দুধে।

এতে কী বুঝা যায়? উত্তর হবে, এর অর্থ বুঝিনা। কেননা এগুলো কতকগুলো অর্থহীন শব্দের সমষ্টি। কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে 'তাঘ ধেয়ে কিলতে দুধে' অথবা 'গলচা তাঘ ধেয়ে' কী করে? তখন এর জবাব দেয়া যাবে। কারণ দুর্বোধ্য শব্দগুলোর পরস্পর সম্পর্কই ব্যাকরণগত অর্থ-দ্যোতনার সাহায্য করে। পক্ষান্তরে কতকগুলি আভিধানিক অর্থবোধক শব্দ ব্যাকরণগত সংহতভাবে সম্পর্কিত হলেও কোন অর্থ-দ্যোতনা নাও করতে পারে। যেমন, প্রাণহীন সপ্তপদ বিড়ালগুলো ধব-ধবে কালো নূপুরে হাম্বা হাম্বা খাচ্ছে। এখানে শব্দগুলো একসঙ্গে জোড়া লাগানো অর্থাৎ প্রয়োগ সম্পর্কের খাতিরে ব্যাকরণগত অর্থ পাওয়া যাচ্ছে। অপরদিকে শব্দগুলির নিজস্ব আভিধানিক অর্থও রয়েছে। কিন্তু আভিধানিক অর্থ ও ব্যাকরণগত অর্থ থাকা সত্ত্বেও বাক্যটি অর্থহীন। কারণ, শব্দগুলো বিশেষ প্রসঙ্গের সাথে মিল রেখে পরস্পর অর্থসঙ্গতি বিশিষ্ট 'ব্যবহার যোগ্যতা' রক্ষা করতে পারেনি।

শব্দের ব্যবহার যোগ্যতা (Collocation) যেমন, 'মিশমিশে কালো' বলি; কিন্তু 'মিশ-মিশে লাল' বলিনা। 'ধবধবে কালো' হয় না। 'টুকটুকে সাদা' হয় না। বটবৃক্ষ হয় কিন্তু ঝাউবৃক্ষ বলিনা। এগুলোই শব্দযোগ্যতা বা Collocation।

শব্দকে মূল একক ধরে কিছুকাল আগেও বাক্যতত্ত্ব এবং অর্থতত্ত্ব এ দুয়ের বিশ্লেষণের কাজ করা চলতো। অর্থের সূত্রগত সংজ্ঞার প্রচলন করেন প্রথমে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের

অন্যতম প্রধান ব্লুমফিল্ড। এ প্রসঙ্গে বিশ্লেষণে আরেকটু এগিয়ে আসেন Ogden ও Richard। এরা প্রথমে সংজ্ঞাটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করতে চান :

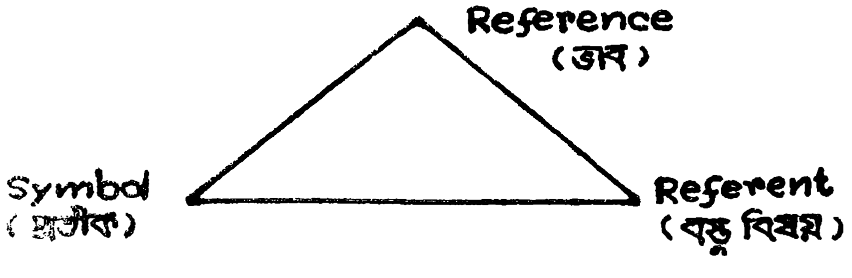

শব্দ, প্রতীকের দ্যোতক এবং প্রকৃত বস্তু (Referent) এ দুয়ের মধ্যে সোজাসুজি কোন সম্পর্ক নেই। এই Object বা বস্তু ও Reference বা ভাব এবং Symbol বা প্রতীক এ-দুয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে শব্দ বা word। এ শব্দ প্রকৃত প্রস্তাবে দুটো দিক নিয়ন্ত্রণ করে। শব্দ—এটি একটি ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্ন যা ভাব ও প্রতীকের সংযোগ সাধন করে। আর ভাষাতাত্ত্বিক একক হিসেবে এর দুটো দিক রয়েছে :

(ক) রূপ (Form)
(খ) প্রতীকী প্রক্রিয়া (Symbolic Function)

এ দুটির সঙ্গে সম্পর্ক একদিকে শব্দের সঙ্গে অপরদিকে ভাব বা Reference-এর সঙ্গে। একদিকে শব্দ ও বস্তুর সঙ্গে অপরদিকে ভাব ও Referent এর সঙ্গে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত অর্থ সম্বন্ধে যে সব জটিল ও স্ববিরোধী থিওরী পেশ করা হয়েছে সে সবের আলোচনার ভিত্তি হিসেবে আমরা এই Reference, Symbol, Referent—এই ত্রিকোণ ব্যবহার করতে পারি। রূপ (From) এবং বস্তু বা বিষয় (Context) অর্থের ধারা এই দ্বিমুখী ব্যাখ্যা 'দ্য সসিউর' প্রথম করেন। তিনি এই দ্বিমুখী ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অর্থের এ দিকটিকে এক টুকরো কাগজের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কাগজ খণ্ডে দুটি পৃষ্ঠা আছে। এর অপরদিকে না কেটে এক দিকে কাটা যায় না। কাগজ খণ্ডের এই দুই দিকের মত ভাষার অর্থের দুটি দিক রয়েছে—রূপ এবং বিষয়। এ দুটো পরস্পর ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। বিষয় বা বস্তু কিংবা তার প্রতীক কোনটিকেই আলাদা করে চিন্তাকরা যায় না।

রূপগত ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে আলাদা। ব্লুমফিল্ড সমগ্র ধারণাটিকে একটি নতুন রূপে দেখার চেষ্টা করেছেন। তিনি রূপগত ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচলিত দার্শনিক বা পূর্ব নির্ধারিত ধারণা থেকে আলাদাভাবে ভাষাতত্ত্বকে একটি স্বতন্ত্র স্বনির্ভর বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনার পক্ষপাতী। এমতে চিন্তা বা ধারণাকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে বিবেচনা করা যায় না বলেই এ ধরনের ধারণা, ভাবনা বা চিন্তার ব্যাপার ভাষাতত্ত্বের আওতার বাইরে। এ ধারণা অনুযায়ী ভাষার অর্থতত্ত্বে ত্রিকোণী ধারণা থেকে দূরে সরে গিয়ে প্রতীক ও বস্তু এ-দুয়ের সোজাসুজি সম্পর্ক স্থাপন আমাদের আসল উদ্দেশ্য। ব্লুমফিল্ড এরূপ ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্নকে বলেন : 'কথক যে বিশেষ প্রসঙ্গে ও অবস্থায় কথা বলে এবং শ্রোতার কাছ থেকে যে সাড়া পায় তারই ভাষাতত্ত্বগত অর্থদ্যোতক উপাদান।' তিনি সম্পূর্ণ কথাগুলোর মধ্যে অর্থের কথাই চিন্তা করেছেন এবং এ অর্থের কথা চিন্তা করতে গিয়ে তিনি কথার সমগ্রতাকেই অথবা সামগ্রিকভাকেই চিন্তা করেছেন।

আলাদাভাবে একেকটি শব্দের অর্থ এখানে ধর্তব্য নয়। কিন্তু এ ধারণায় অসঙ্গতি সহজেই ধরা পড়ে। সুদীর্ঘ বক্তব্য থেকে ভাষার অংশ বিশেষ পৌনপুনিকতার বিবেচনা করে এবং তার মধ্য থেকে শব্দের বিভিন্ন অংশের নির্দেশ এবং তৎসঙ্গে সেগুলো আলাদা আলাদা অর্থতাত্ত্বিক এবং ব্যাকরণগত অর্থনির্দেশ কিছুটা সহজ হয়। সাধারণত কথা বলার ভঙ্গিতে মাঝে মাঝে ছেদ থাকলেও সেখানে ভাষার (বাক্যের) বিশেষ অংশের সমাপ্তি অথবা প্রারম্ভ একথা সব সময় বলা যায়না। প্রতীক এবং প্রতীকের দ্যোতিত বস্তুর সোজাসুজি সম্পর্ক রয়েছে। এমন ধারণা ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে, বিশেষ করে অর্থতত্ত্বে খুব সুবিধাজনক নয়। এর দুর্বলতা এখানে যে, এতে ভাষার বিচ্ছিন্ন ব্যবহার অর্থাৎ অবর্তমান কোন বিষয় বা বস্তু বোঝানোর জন্য যে ভাষাতাত্ত্বিক প্রতীকের ব্যবহার করা হয়, তার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ ভাষা সম্বন্ধে আমাদের প্রায় সব প্রয়োগই এ ধরনের। উদাহরণ স্বরূপ 'আম' বা 'সন্দেশ' শোনা বা পড়া মাত্রই বস্তুটি উপস্থিত না থাকলেও আমাদের মনে একটি ধারণার সৃষ্টি হয়। অপরিচিত প্রতীক বা বস্তুর কথা এখানে বলা হয়নি। ব্লুমফিল্ড এবং তাঁর সহকর্মীরা (Structural Linguists) বা সাংগঠনিক ভাষাতাত্ত্বিকরা ভাষাতত্ত্বে মানসিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় বা Mentalism বলে ধরে নিয়েছেন। অপর পক্ষে এটি মনস্তত্ত্ববিদদের বিষয়। আর সে কারণে ভাষাতত্ত্বে মনস্তত্ত্বের অর্থ এসে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এতেও সমস্যা সৃষ্টি হয়। ভাষা তাত্ত্বিকের পক্ষে মেকানিজম (Mechanism) বনাম Mentalism এ দু'য়ের বিতর্ক থেকে দূরে সরে গিয়ে নিরপেক্ষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলেও সুবিধা হতে পারে।

কোন ভাষাতাত্ত্বিক প্রতীক বা চিহ্ন একাধিক বিষয় বা বস্তুর ধারণা দিতে পারে। পক্ষান্তরে একটি মাত্র বিষয় বা বস্তুর ধারণাও একাধিক প্রতীকে দ্যোতিত হতে পারে। আমাদের বর্ণিত ত্রিকোণ এদিক থেকে গ্রহণযোগ্যতার খুব বেশী কাছাকাছি নয়। উদাহরণ স্বরূপ 'মাথা' শব্দটির একটি প্রতীক রয়েছে। আর এর অর্থ রয়েছে একাধিক যেমন :

১. আমার মাথা ধরেছে।
২. কবীর গ্রামের মাথা।
৩. তার অংকে মাথা নাই।
৪. তার কথার মাথামুণ্ড নাই।
৫. তে'মাথায় পুলিশ আছে।
৬. তুমি আমার মাথা খাও।
৭. ঝোঁকের মাথায় কাজ করতে নেই।
৮. দইয়ের মাথা ঘোলের শেষ।
৯. তার দেনা সম্পত্তির মাথায় মাথায় হয়েছে।
১০. আমার পড়া শেষ হওয়ার মাথায়।
১১. ছেলেটার মাথায় কিছু নেই।
১২. মেয়েটার মাথায় একরাশ চুল।

মধু থেকে মধুর—সুস্বাদু, রমণীয়, চমৎকার, শ্রুতিসুখকর, সুদৃশ্য (সুখকর দৃশ্য)। সুমিষ্ট—এ ধরনের অর্থগুলোকে আমরা সাধারণভাবে সমার্থক আখ্যা দেই। এরূপ

সমার্থকবোধকতা বহুকাল ধরে ভাষাতাত্ত্বিকদের মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রকৃত সমার্থক বলতে তেমন কিছু নেই ; তবুও সমার্থকতার কাছাকাছি কোন কিছুর অস্তিত্ব ঐতিহাসিক এবং তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে অজানা নয়। উপরের বিভিন্ন শব্দে বিভিন্ন সমার্থক বোধকতার পরিপেক্ষিতে প্রতীক এবং অর্থদ্যোতনার মধ্যে বর্ণনার সুবিধার জন্য অন্য এক ধরনের অর্থতত্ত্বের সীমা নির্দেশের কায়দা বা কৌশল ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে ক্রমশই প্রিয় হয়ে উঠছে। ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে যে অর্থ (Semantics) ব্যবহৃত হয়, বর্ননামূলক ভাষাতত্ত্বে হুবহু সে অর্থে ব্যবহৃত না হলেও তাদের চিন্তা ও বিশ্লেষণ-ধারা বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বে কাজে লাগানো যেতে পারে।

'মাথা' শব্দের উল্লিখিত অর্থগুলো মনে রেখে বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণে এগুতে হলে আমাদের অনেকগুলো প্রতীকের প্রয়োজন হয় আর এ কারণেই নতুন প্রতীকের পরিবর্তনের চাইতে অংকের ব্যবহারিক ধারণা থেকে গণিতের সংখ্যা প্রয়োগ অবাঞ্ছিত হবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে জ্যামিতিক চিহ্ন বা প্রতীকের প্রবণতা ভাষাতত্ত্বে বিশেষ জায়গা জুড়ে রয়েছে।

এ ছাড়া ভাষাতাত্ত্বিকদের পক্ষে শব্দ এবং বাক্য এসব নিয়ে এক কথায় অর্থতাত্ত্বিক নির্দেশ দিতে পারে না। অর্থের জন্য যতগুলো প্রতীক ব্যবহৃত হবে প্রকৃত শব্দের জন্য বরং তার চেয়ে কম সংখ্যক প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যাবে। আমাদের পক্ষে আরো একটি অসুবিধা এই যে, এক ভাষার সঙ্গে আর এক ভাষার হুবহু প্রতীক মিলিয়ে অর্থতত্ত্বের ব্যাখ্যায় হাত দেওয়া যায় না।

'অর্থ' সোজা কথায় বহু অর্থবহ (Multimeaningful)। উদাহরণ স্বরূপ 'এক' শব্দটি ধরা যাক। এ-শব্দটির ইংরেজী অনুবাদ One। কিন্তু যখন বলি একতলা (বাড়ী) তখন এর ইংরেজী হবে One Story বা One storied (Building)। এই সঙ্গে তুলনায় ইংরেজী First Floor একতলা নয়। এ-ধরনের উদাহরণ থেকে বুঝা যায়, প্রত্যেক ভাষার বৈশিষ্ট্য—বিশ্লেষণ লক্ষ্য করে অর্থতত্ত্বের বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা বিবেচনা করতে হবে। উর্দূ سر (সর) শব্দ থেকে سردار (সরদার) শব্দটি যৌগিক শব্দ, অর্থ প্রধান। কিন্তু এই سر (সর) শব্দের সংগে کشی যোগ করে سرکشی শব্দটির অর্থ অবাধ্য। কেউ কেউ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের নিয়মে বলতে পারেন سر (সর) মানে মাথা کشی মানে কাটা, মাথাকাটা ; এ দুয়ের সম্পর্ক মিলে বাংলা 'মাথা ভাঙ্গা' (বেআদব)। সুতরাং এ অর্থ থেকে অবাধ্য অর্থ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ভাষাতত্ত্ব অর্থের স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক প্রশ্নকে প্রকৃতই কি খুব মূল্য দিয়ে থাকে।

রং-এর কথা। আমার ভাষায় এক হলুদ রং-এরই চার পাঁচ রকমের নমুনা হয়। এমন ভাষাও আছে যাতে হলুদ রং-এর একটাই রকম। অন্যান্য রং-এর সঙ্গে মিশ্রণের যে-রূপ পাওয়া যায় তার কোন নাম নেই। আমার ভাষায়—হলুদ, কাঁঠালী, চাঁপা, গেরুয়া, সোনালী, কমলা ইত্যাদি রকমের বুঝি। এই চার-পাঁচ রকম ফেরের মধ্যে একটি উচ্চারণ করলে হলুদ varity-রই ১/৪ ১/৫ অর্থবহ। অথচ অপর ভাষায় যে varity ই বলি না কেন ১/১ অর্থাৎ পুরোটাই বুঝায়। ভাষার এ পার্থক্যই একভাষা থেকে আরেক ভাষাকে বিভিন্নভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করার উৎসাহ যোগায়।

এসব অসুবিধার কথা চিন্তা করে কতিপয় ভাষাতত্ত্ববিদ 'প্রসঙ্গ' কথাটিকে বেশী জোর দিয়ে বিচার করেছেন। আসলেও প্রসঙ্গই ভাষার পার্থক্য অথবা সাদৃশ্য—এ দুয়ের সমন্বয় করে অর্থের ঐকিকতার দিকে সুবিধাজনকভাবে নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক: B.R.T.C. বাস মীরপুর থেকে গুলিস্তান যাবে। মীরপুর বাসডিপো থেকে রওনা হওয়ার প্রক্কালে কন্ডাক্টর বলতে থাকে গুলিস্তান, গুলিস্থান, গুলিস্তান ··· । বাস যথারীতি পৌঁছে গেলে তখনো বলা হয় গুলিস্তান ; গুলিস্তান। তাই ··· Context of Situation বা অর্থতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি প্রধান অস্ত্র।

ব্যবহার বা প্রয়োগের মধ্যে শব্দ বা শব্দসমষ্টির অর্থ ফুটে উঠে। যদিও শতকরা একশো ভাগ ক্ষেত্রেই একথা হয়ত সত্য নয়। তবু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যেখানে আমরা 'অর্থ' কথাটি ব্যবহার করি তার অর্থ এভাবে বলা যায় : 'কোন শব্দের অর্থ হলো ভাষায় তার ব্যবহার। কাজেই যে কোন ভাষায় তার উপাদান বা শব্দ যে-ভাবে যে-ক্ষেত্রে বা যে-প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় সে প্রয়োগের মাধ্যমেই এর তাৎপর্য ধরা পড়বে'। ধরা যাক—

এক ।। এ বেশে তোমাকে ভালো লাগেনা।

দুই ।। এ গাছের আম বেশ ভালো লাগে।

তিন ।। ঢাকা যেতে তিন টাকা লাগে।

চার ।। আমার শীতকাল ভালো লাগে।

এক্ষেত্রে এক নং বাক্যে লাগে=দেখায়। দুই নং বাক্যে লাগে=খেতে। তিন নং বাক্যে লাগে=ভাড়া। চার নং বাক্যে লাগে=অনুভূত হয়। এ-ধারা বিশ্লেষণে বিকল্প কাঠামোতে ফেলে বিচার করা যায় বলে অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ ভাষা-বিশ্লেষণের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই অর্থ-বিশ্লেষণের স্তরকে আত্মনির্ভর বিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ব্যবহারের পূর্ণ কাঠামোতে একটি ব্যবহৃত শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করা যায়। অধ্যাপক J.R. Firth একে আভিধানিক Substitution Counter বলেছেন। নিছক নিরীক্ষণ স্তর থেকে আলাদা করে যদি অর্থকে প্রসঙ্গ স্তরে ফেলে বিবেচনা করা যায় তাহলে Referential তত্ত্ব এবং এর মধ্যেকার পার্থক্য অনেকখানি দূরীভূত হতে পারে। ভাষা সীমিত নয়। আর সে জন্যই যে কোন শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রে সব সম্ভাবনা তালিকাভুক্ত করা অসম্ভব। ব্যবহারের প্রাসঙ্গিকতা থেকে অর্থ বা ধারণাকে যখন একটি সাধারণ ছকে ফেলার চেষ্টা করি তখনি আমরা আত্মনির্ভর বিজ্ঞান থেকে দূরে সরে গিয়ে association and collocation সাহচর্য এবং শব্দযোগ্যতার রাজ্যে চলে আসি। Ullmann (উলম্যান) আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে, প্রথমত শব্দের অর্থ কেবলমাত্র ব্যবহারেই ফুটে উঠতে পারে। এভাবে প্রাসঙ্গিকতা তত্ত্ব Referntial তত্ত্বেরও প্রথম শর্ত হিসাবে কাজ করে।

অতি সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অর্থতত্ত্বকে অংশগত ধারায় বিশ্লেষণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে শব্দের মাধ্যমে কতকগুলো লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে বলে বাছাই করে নেয়া চলে। এসব লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ভাষা বিশ্লেষণের অন্যান্য স্তরের, যেমন Phonological Grammatical ইত্যাদির মত ভাগ করা যায়। কিন্তু এর বিশেষ লক্ষ্য থাকবে অর্থের দিকে। কতকগুলি বস্তু বা ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যকে এভাবে ভাগ করে দেখানো যেতে পারে :

আইটেম	জীব	মানুষ	পুরুষ	বয়স্ক
লোক	+	+	+	+
বালক	+	+	+	—
স্ত্রীলোক	+	+	—	+
বালিকা	+	+	—	—
শিশু	+	+	+—	—
গরু	+	—	+—	+—

প্রতিক্ষেত্রেই যেখানে যেটি আছে বা প্রাপ্তব্য তারজন্য '+' চিহ্ন এবং যা নেই তার জন্য '—' চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ধারার বিশ্লেষণে একই গোত্রভুক্ত শব্দগুলোকে আলাদা করে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। অর্থের এ অংশগত তত্ত্বকে সাধারণত উৎপাদনী ব্যাকরণের ভিত্তিহিসাবে ধরা হয়ে থাকে। তাতে শব্দের কোন অভিধানগত অবস্থা বিধৃত হয়না বরং বিভিন্ন সহ-ব্যবহারের (Co-use) নিয়ম বা সূত্রও স্থির করণ সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ লাগে, করে, ধরে—এসব শব্দ যখন ক্রিয়াপদ রূপে ব্যবহৃত হয় তখন বাক্যে এর কোন কর্তা থাকবে এবং তা বিশেষ্য হবে। এসবের রূপ দেখে স্থান ও প্রসঙ্গে ফেলে অংশগততত্ত্বের পর্যায়ে ক্রিয়ার অর্থ বিশ্লিষ্ট করার কাজ সহজতর হবে। তাতে জীব, অজীব, স্ত্রী, পুরুষ, ছোট, বড় ইত্যাদি ভাগে বিশ্লেষণ দেখে অর্থতত্ত্বে একাধিক অর্থের বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ দেখনো সম্ভব হবে। যেমন—বাগান খায়, গরু লেখে, দালান দৌড়ায়—এসব ক্ষেত্রেই আভিধানিক দিক থেকে ব্যাকরণগত ও বাক্যতত্ত্বগত সত্য হওয়া সত্ত্বেও অর্থতত্ত্বের দিক থেকে আলাদাভাবে বিবেচনার যোগ্য।